দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 24 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাবির ২৭ বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি আবারো বন্ধের আশঙ্কা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত 'খ' ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত ২৭টি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি আবারো বন্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাদের ২০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি ছিল না 'খ' ইউনিটে তারা এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। গত ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত জেনারেল এডমিশন কমিটির সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ওই সভার রেজুলেশনে লেখা হয়েছে 'খ' ইউনিটের ভর্তি ফরম উত্তোলনের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ পৃঃ ২ কঃ ৫

ঢাবির ২৭

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা 'খ' ইউনিটের ভর্তি ফরমও কিনতে পারবে না। কেননা মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ও আলিমে বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে কলা অনুষদে ১৫টি, আইন অনুষদের একটি ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ১১টি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত গত শনিবার ডীনস কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে ওই সিদ্ধান্তের ওপর কয়েকজন ডীন প্রতিবাদ জানালে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কেন্দ্রীয় জেনারেল এডমিশন কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলা ও ইংরেজিতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনি। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নতুন করে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভর্তিতে শর্তারোপ করা হয়। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ভাষা বিজ্ঞান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভর্তিতে শর্তারোপ করা হয়। পরে পাঁচজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন। ২০০৮ সালের ২৬ অক্টোবর হাইকোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের শর্ত আইন বহির্ভূত ও বেআইনি ঘোষণা করে আদেশ জারি করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে লিভ টু আপিল করলে আদালত তাও বাতিল করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দাখিলকে এসএসসি ও আলিমকে এইচএসসির সমমান দেয়া হয়।

এ বিষয়ে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত জেনারেল এডমিশন কমিটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম না। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরই কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আমি বিষয়টি ভিসির কাছে জানতে চেয়েছি। তিনি আমাকে বলেছেন, পরবর্তী এডমিশন কমিটিতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, আগামী ২ সেপ্টেম্বর একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।